বণিক বার্তা

রেজি. নং : ডিএ ৬১০৮ ■ বর্ষ ০১, সংখ্যা ৩০৬ www.bonikbarta.com | সমৃদ্ধির সহযাত্রী

বণিক বার্তা, ২০১৯-০৯-০৪, পৃঃ-০৪

East West University
EAST WEST UNIVERSITY
LIBRARY
Plot No. A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

বিশ্লেষণ

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

ব্যাংকঋণে সুদের হারের সাতকাহন

সদাশয় সরকার মনে করছে যে বিনিয়োগ বাড়িয়ে সামষ্টিক আয় বৃদ্ধির গতি বাড়াতে সুদের হার কমানো একটি ইতিবাচক উপাদান হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাই ব্যাংকঋণে সুদের হার এক অংকে শূন্য ৯ শতাংশে নামিয়ে আনতে কৃতসংকল্প। অবশ্যই এটি সাধুবাদযোগ্য একটি পদক্ষেপ। তবে লক্ষ্য সাধনে সরকারি অনেক কাজ করাতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর পদক্ষেপ ইতিবাচক কিনা, সে বিষয়ে অবগত হওয়া খুবই জরুরি।

প্রথমেই এ বিষয়ের তাত্ত্বিক দিকের প্রতি তাকানো যেতে পারে। সুদ কিন্তু এক হিসাবে টাকার মূল্য। খরচাদি বাদে আয়ের উদ্বৃত্ত বাড়ির ড্রয়ারে বা শাড়ির ভাঁজে রাখা হলে তা অলস টাকা হয়ে যায়। ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এটিকে আমানতের হিসাবে আনা হলেই তা ধারযোগ্য অর্থ সম্পদের (লোনেবল ফান্ড) জোগানে পরিণত হয়। আর এসব প্রতিষ্ঠান আমানতের ওপর সুদ পরিশোধ করে পুরো আয়টা খরচ না করার কারণে সঞ্চয়কারীদের প্রণোদনা হিসেবে দিয়ে থাকে। মূল্যস্ফীতির কারণে টাকার মানের ক্ষতিপূরণও সুদের একটি উপাদান। সাধারণভাবে সুদের হারের পরিমাণ যত বেশি হবে, লিকুইডিটি প্রেফারেন্স অর্থাৎ নগদে টাকা ধরে না রেখে ব্যাংকে তা জমা রাখার প্রবণতা তত বেশি হয়ে থাকে। অর্থাৎ উচ্চ সুদ যে সঞ্চয়ে একটি ইতিবাচক শক্তি, তা মানতেই হবে। বিপরীতভাবে সুদ যেহেতু উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি করে, সেজন্য সুদ যত কম হবে বিনিয়োগ তত বাড়বে। তার মানে সুদ নিয়ে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে একটি টানাপড়েন লেগেই থাকে। সুদ বেশি হলে ভালো নাকি কম হলে, সে সম্পর্কে তত্ত্বীয় কোনো শেষ কথা যেমন নেই, তেমনি কালে কালে দেশে দেশে এ নিয়ে অভিজ্ঞতা অভিন্ন নয়। জাপানে বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার আগে দুই দশক সুদের হার শূন্য রাখা হলেও বিনিয়োগ বা প্রবৃদ্ধি তেমন বাড়েনি। 'আবে জাদুর' একটি উপাদান অবশ্যই ধীরে ধীরে সুদের হার বাড়ানো। দক্ষিণ কোরিয়া ষাটের দশকের শুরু পর্যন্ত একটি অনুন্নত অর্থনীতির দেশ থেকে এখন যে লাফিয়ে লাফিয়ে সামষ্টিক আয় বৃদ্ধি করছে, তার অন্যতম স্ফুলিঙ্গ শক্তি হিসেবে কাজ করে ১৯৬৩ সালে দুঃসাহসী আর্থিক সংস্কারে ব্যাংক সুদের হার ২০ শতাংশের ওপর নির্ধারণ করাটা। এতে দেশীয় সঞ্চয়ের পালে তীব্র হাওয়া লাগে। আবার বিনিয়োগের জন্য প্রকল্প সাহায্য ব্যাংকঋণ নিতে উদ্যোক্তারা সবচেয়ে উৎপাদনশীল ও লাভযোগ্য প্রকল্পকেই চয়ন করেন। কারণ ২৫ শতাংশ ব্যাংকঋণ পরিশোধ করতে হলে রিটার্ন টু ক্যাপিটাল অবশ্যই ওই হারের চেয়ে বেশি হতে হতো। সুদের হার খুব কম হলে ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতার ছিদ্র দিয়ে ব্যাংকঋণে খেলাপি হওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে বাধ্য।

বাংলাদেশে ব্যাংকঋণে সুদের হার একটি মজাদার গল্পের মতোই ওঠানামা করছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান '...এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম...' অর্থাৎ ৭১-এর ৭ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণায় অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে কল্যাণরাষ্ট্রে কিষাণ-কিষাণি ও শ্রমজীবী মানুষের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে প্রশাসনিক সুদ ব্যবস্থাপনা চালু করেন। বিনিয়োগে সুদের হার কম নির্ধারণ করা হয়। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের অত্যন্ত দক্ষ ও সফল প্রশাসনকালে শুরুর বছরে সামষ্টিক আয় প্রবৃদ্ধি ছিল স্বাভাবিকভাবে নেতিবাচক, ১৪ শতাংশ। কৃষিতে, শিক্ষায়, শিল্পে, বিদ্যুতে অচিন্তনীয় অগ্রাধিকার প্রদান করে তার উপস্থিতিতেও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রশাসন ও বিনিয়োগে স্বল্প সুদের হারসহ বিচক্ষণ অর্থনীতির ফলে বঙ্গবন্ধুর শাসনকালের শেষ বছরে ১৯৭৪-৭৫ সালে সামষ্টিক আয় প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৭ দশমিক ৮ শতাংশ (মতান্তরে শতকরা ৮ দশমিক ৪ ভাগ)। কিন্তু পঁচাত্তরে নির্মম, পৈশাচিক ও ঘৃণ্যতম হত্যাকাণ্ডের পর পরই পাকিস্তানাইজেশন নীতির অধীনে জাতির পিতার অর্থনৈতিক মূল দর্শন 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা' গড়ার আদর্শকে হত্যা করার অপচেষ্টা চালায় হন্তারকরা। তারই ধারাবাহিকতা এবং বিশ্ব অর্থনীতির বাস্তবতায় আশির দশকে অর্থনৈতিক সংস্কার করা হয়। সুদের হারকে ক্রমান্বয়ে বাজার ব্যবস্থাধীনে আনা হয়। প্রথমেই একটি ব্যান্ড বা রেঞ্জের মধ্যে সুদ নির্ধারণে ব্যাংকগুলোকে স্বাধীনতা দেয়া হয়, যে ব্যান্ডটি পরে উঠিয়ে দেয়া হয়। তবে বৈদেশিক বাণিজ্যে এবং কৃষিঋণে প্রশাসনিক সুদ ব্যবস্থাপনা চালু রাখা অব্যাহত থাকে। নব্বইয়ের দশকে বিশ্বব্যাংকের একটি সর্বনাশা পরামর্শ শুনে ১৯৯২-৯৩ সালে তৎকালীন সরকার একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প অর্থায়নে তফসিলি (বাণিজ্যিক) ব্যাংককে জড়িত হতে বাধ্য করে। এটি ব্যাংক ব্যবস্থায় অস্থিতিশীলতা আনার নিশ্চিত একটি পদক্ষেপ। কারণ অত্যন্ত স্বল্পমেয়াদের ব্যাংক আমানত থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ দিয়ে ঋণখেলাপিসহ সব অসুবিধা সৃষ্টি করা হয় ব্যাংকিং ব্যবস্থায়।

নব্বইয়ের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্যাংক সুদের প্রতি কড়া নজর রাখা হয়, তবে কল্যাণরাষ্ট্রে কৃষি খাতে সব উপাদান তথা সার, বীজ, সেচে ব্যাপক ভর্তুকির সঙ্গে কৃষিঋণেও এক অংকের সুদের হার নির্ধারণ করা হয়। উল্লেখ্য, সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো ছাড়া 'ঝুঁকিপূর্ণ' কৃষিঋণ দিতে দেশী-বিদেশী বেসরকারি তফসিলি ব্যাংক ও এনজিওগুলো উৎসাহী নয়। অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ অর্থনীতি অনুসরণে তখন সামষ্টিক আয়ের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৫ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত করা হয় মূল্যস্ফীতি ২ শতাংশের নিচে রেখে। কৃষিঋণের ভর্তুকি সুদে একটি খারাপ ধারা সৃষ্টি করা হয় ২০০৮-১২ সময়ে। *বণিক বার্তার* ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সংখ্যায় 'নির্ভরযোগ্যদের হাতেই কৃষি ব্যাংকের বলি' শিরোনামে বিশ্লেষণ এসেছে, 'কৃষি ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কৃষি খাতে ঋণ প্রদান করা হলেও ২০০৮ থেকে ২০১২-১৩ ব্যাপক মাত্রায় বাণিজ্যিক ব্যাংকিংয়ে ঝুঁকে পড়ে ব্যাংকটি। বিতরণকৃত এসব ঋণের বড় অংশ এখন মন্দ ঋণে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকটিকে কৃষকদের তথা কৃষি খাতে ভর্তুকি সুদে ঋণ দেয়ার কাজে নিয়োজিত করা জরুরি। কৃষিনির্ভর শিল্প খাতের ঋণপ্রবাহের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা করা যেতেই পারে।

প্রকৃত সুদ বা রিয়াল ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে নামিক সুদ-মূল্যস্ফীতির হার। এটি যত বেশি হবে সঞ্চয় করার আকর্ষণ তত বেশি হবে। লেন্ডিং রেট বা ধার দেয়ার সুদ থেকে আমানতের সুদহারকে বাদ দিলে বিরতি বা স্প্রেড থাকে। প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে এটি শূন্য ৩ বা ৩ দশমিক ৫ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে এ বিস্তৃতি শূন্য ৫ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। ব্যাংকগুলো এ হিসাব মাঝে মধ্যেই এদিক-সেদিক করে থাকে বলে অভিযোগ। অনেক তফসিলি ব্যাংকেই স্প্রেড ৯-১০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে আছে। এতেই ধার দেয়ার সুদ বেশি বেশি হচ্ছে। ব্যাংক মালিকদের মুনাফার অংক বাড়ছে; কমছে শিল্প খাতে বিনিয়োগ প্রবণতা।

ইতিবাচক একটি ঘটনা। বর্তমান প্রান্তিকে গত তিন মাসে ব্যাংকে আমানতের পরিমাণ ৬০ হাজার কোটি টাকা বেড়েছে। খেলাপিদের অস্বাভাবিক সুযোগ অর্থাৎ ১০ শতাংশের পরিবর্তে শূন্য ২ শতাংশ নগদ জমায় শূন্য ৯ শতাংশ হারে সুদে পুনঃতফসিলের সুযোগ গ্রহণ হয়তো এ প্রবৃদ্ধির একটা মূল কারণ। সঞ্চয়পত্রে কড়াকড়িও একটি কারণ হতে পারে। মূলধন বাজারের আস্থাহীনতা ও উদ্বৃত্ত আয় অর্জনকারীদের ব্যাংক আমানতেই নিয়ে যায়।

শিল্প বিনিয়োগে সুদের হার এক অংকে তথা সর্বোচ্চ শূন্য ৯ শতাংশে নামাতে হলে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল মজুদের তহবিল খরচ (কস্ট অব ফান্ড) কমাতে হবে। যদি খেলাপি ঋণ আদায়ে যুক্তিসংগত বস্তুনিষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় (মারকাটের কোনো প্রশ্নই আসে না), তাহলে আলাপ-আলোচনা সমঝোতায় এর অংক বিপুলভাবে কমিয়ে আনা যাবে। খেলাপি ঋণ যত কমবে, সুদের হার কমানোর কাজ ততই সহজ হবে। বাড়বে তারল্য। নৈতিক বিপর্যয় (মর‍্যাল হাজার্ড) সংবলিত খামখেয়ালিসুলভ সুদও মওকুফ এবং বন্ধ করা যেতে পারে। দুর্নীতি হ্রাস, অপচয় রোধ, প্রশাসনিক ব্যয় কমানোসহ মওকুফ বন্ধ করা এবং খেলাপি ঋণ কমাতে পারলে আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা করেই তহবিল খরচ শূন্য ৬ শতাংশে হ্রাস করা সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে ব্যাংক থেকে শিল্প ও কৃষিপণ্যভিত্তিক অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে সুদের হার সর্বোচ্চ শূন্য ৯ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে বাজার অর্থনীতির নিয়মকানুনের মধ্যে থেকেই।

শিল্প বিনিয়োগে সুদের হার এক অংকে তথা সর্বোচ্চ শূন্য ৯ শতাংশে নামাতে হলে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল মজুদের তহবিল খরচ (কস্ট অব ফান্ড) কমাতে হবে। যদি খেলাপি ঋণ আদায়ে যুক্তিসংগত বস্তুনিষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় (মারকাটের কোনো প্রশ্নই আসে না), তাহলে আলাপ-আলোচনা সমঝোতায় এর অংক বিপুলভাবে কমিয়ে আনা যাবে। খেলাপি ঋণ যত কমবে, সুদের হার কমানোর কাজ ততই সহজ হবে। বাড়বে তারল্য। নৈতিক বিপর্যয় (মর‍্যাল হাজার্ড) সংবলিত খামখেয়ালিসুলভ সুদও মওকুফ এবং বন্ধ করা যেতে পারে। দুর্নীতি হ্রাস, অপচয় রোধ, প্রশাসনিক ব্যয় কমানোসহ মওকুফ বন্ধ করা এবং খেলাপি ঋণ কমাতে পারলে আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা করেই তহবিল খরচ শূন্য ৬ শতাংশে হ্রাস করা সম্ভব হবে বাজার অর্থনীতির নিয়মকানুনের মধ্যে থেকেই

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : অর্থনীতিবিদ
শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী